NEWAGE

B4 BUSINESS

THURSDAY, MAY 7, 2015, BAISHAKH 24, 1422 BS

(From left to right) MCCI president Syed Nasim Manzur, Legislative and Parliamentary Affairs Division secretary Mohammad Shahidul Haque, commerce minister Tofail Ahmed, BIAC chairman Mahbubur Rahman, Bangladesh Bank deputy governor SK Sur Chowdhury and BIAC chief executive Toufiq Ali are present at a seminar at the MCCI conference room in the capital on Wednesday. · New Age photo

Tofail advises BB to pay more attention to stock market

ADR for business disputes stressed at MCCI-BIAC seminar

Staff Correspondent

BANGLADESH Bank should give more attention to the stock market in order to protect the interest of the investors, said commerce minister Tofail Ahmed on Wednesday.

'Banks made huge profits from the stock market at a time that lured general investors to invest in stocks but they [investors] lost everything. Bangladesh Bank needs to give attention to this issue,' he said while speaking at a seminar titled mediation for settlement of commercial disputes and recovery of overdue bank loans at the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry's conference room in the capital.

The MCCI and the Bangladesh International Arbitration Centre jointly organised the seminar with BIAC chairman Mahbubur Rahman in the chair.

Former adviser to the caretaker government Abdul Muyeed Chowdhury, law and parliamentary affairs ministry secretary Mohammad Shahidul Haq, BB deputy governor SK Sur Chowdhury, MCCI president Syed Nasim Manzur, and Midland Bank managing director Ahsan-uz Zaman spoke, among others, on the occasion.

Pointing at the loan defaulters issue, Tofail said giving concession to the loan defaulters could encourage such unexpected activities in the banking sector.

Encouraging out-of-court settlement of disputes he said that such practice would help to resolve the matter quickly.

Country's economy has gathered strength and if political stability is maintained, the pace of development would intensify further, Tofail said.

Mahbubur Rahman said that parties involved in a dispute could adopt BIAC dispute settlement clauses.

BIAC chief executive Toufiq Ali said that BIAC was introducing modern techniques in mediation, and supportive of Bangladesh laws for settlement of disputes out of courts.

Nasim Manzur described the merits of arbitration and mediation and the role played by BIAC in such matters.

He also said that firms who were regularly repaying their loans to banks were currently suffering on account of defaults by others.

Legislative and Parliamentary Affairs Division secretary Shahidul Haque said that court statistics show that mediation provisions in our laws were not being utilised.

SK Sur Chowdhury assured the bankers that the BB would support disposal of loan cases through mediation if bankers follow relevant laws and guidelines.

Abdul Muyeed Chowdhury and Ahsan-uz Zaman presented the keynote papers mediation for settlement of commercial disputes and mediation for recovery of overdue bank loans respectively.

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ৭ মে ২০১৫

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমালোচনায় বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় সরব হলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। শেয়ারবাজার নিয়ে ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া পদক্ষেপ এবং সম্প্রতি ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণগ্রহীতাদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নমনীয়তাই হলো তাঁর সমালোচনার কারণ।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই) ও বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারের (বিয়াক) যৌথ আয়োজনে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমালোচনা করেন তোফায়েল আহমেদ। 'বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সালিস ব্যবস্থা ও ব্যাংকের বকেয়া ঋণ উদ্ধার' শীর্ষক এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিয়াকের চেয়ারম্যান ও আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। আইন মন্ত্রণালয়ের সংসদবিষয়ক সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী, এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরসহ বিভিন্ন ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই) ও বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত সেমিনারে অতিথিরা

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১০ সালে শেয়ারবাজারের চাঙা অবস্থায় ব্যাংকগুলো অনেক মুনাফা অর্জন করেছিল। হঠাৎ আইনের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা অর্থ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সব ব্যাংক তখন মুনাফা নিয়ে বাজার থেকে বের হয়ে যায়। ওই সময়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর অনেকেই, শিক্ষক-ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের জমানো টাকা বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাঁদের ১০ লাখ টাকার পুঁজি ৫ লাখ টাকায় নেমে আসে। কার কাছে বিচার চাইবেন তাঁরা?

সবকিছু খুইয়ে যাঁরা সর্বস্বান্ত, তাঁদের জন্য কিছু ভাবতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরামর্শ দেন তোফায়েল আহমেদ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণগ্রহীতাদের জন্য সম্প্রতি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা শিথিলের যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, তারও সমালোচনা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সিদ্ধান্তটি আমার ভালো লাগেনি। যাঁরা কম ঋণ নিয়েছেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে যাচ্ছেন, তাঁরা কী পেলেন?'

প্রবন্ধে আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, অনেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভয়ে বাণিজ্যিক সালিস বা মধ্যস্থতার প্রক্রিয়ায় আসতে ভয় পান। এ ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ নিতে পারে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিরোধ দূর করলে স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামগ্রিক ক্ষমতা থাকে দুই পক্ষের ওপর, বিচারকের ওপর নয়।

সেমিনারে বক্তারা বাণিজ্যিক বিরোধ নিয়ে ব্যাংকের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বিরোধ আদালতের বাইরে বিকল্প উপায়ে সালিস ব্যবস্থায় নিষ্পত্তির আহ্বান জানান। বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিয়াক প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির হার আশানুরূপ না হওয়ায় হতাশাও প্রকাশ করেন তাঁরা।

অর্থঋণ আদালতে বর্তমানে ৩৭ হাজার ১৮৮টি বাণিজ্যিক বিরোধের মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যাতে অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা—এমন তথ্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী।

এস কে সুর বলেন, ঋণগ্রহীতা মুক্তি পেলে আর ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষা হলে মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আপত্তি নেই। আইনেও এর স্বীকৃতি রয়েছে।